গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২১ - ২৭ জুন, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

সিপিএমের পথেই তৃণমূলের সন্ত্রাস

নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) লড়ছে বামপন্থী গণআন্দোলনের পতাকা নিয়ে

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড সৌমেন বসু

(আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন বিষয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৩ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন।)

এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ খুবই সঙ্গীন অবস্থায়। দেখা যাচ্ছে, যে দল যখন ক্ষমতায় আসছে গণতন্ত্রকে তার পায়ের তলাতেই পড়ে থাকতে হচ্ছে। সিপিএম শাসনে তাদের দাপটে কেউ কথা বলতে পারত না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম হামলা চালিয়ে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দিত না। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করাবার জন্য ব্যাপক হাঙ্গামা করত এবং সেটা শুধু পঞ্চায়েত নির্বাচনে নয়, স্কুল কমিটির নির্বাচনেও একই জিনিস করত। এ সবই আপনারা সাংবাদিকরা জানেন। এখন দেখা যাচ্ছে, সিপিএম আমলে যারা এই কাজগুলো করত, তারাই এখন তৃণমূলের অ্যাকশন বাহিনীর লোক। আর যে গণতন্ত্রকে সিপিএম নেতারা একদিন পায়ে পিষেছেন, আমাদের দল প্রতিবাদ করলে পুলিশ ও দলীয় বাহিনী দিয়ে আমাদের কর্মীদের পিটিয়েছেন, এখন সেই সিপিএম নেতারা গণতন্ত্রের জন্য কাঁদছেন। অবশ্য এটা কুমিরের কান্না।

আমরা নির্বাচনকেও গণতন্ত্র রক্ষা ও জনগণের ন্যায্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের

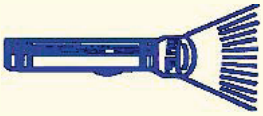

ব্যাটারি টর্চ চিহ্নে ভোট দিন

বারাসত-বনগাঁ মহকুমা বনধে মানুষের সাড়া

উত্তর ২৪ পরগণায় সফল ছাত্র ধর্মঘট

একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বারাসত-গাইঘাটার ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মানুষের ঘৃণা বনধের রূপে প্রকাশ পেল ১৭ জুন। এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকা এ দিনের বনধ এবং এ আই ডি এস ও-র ডাকা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা জুড়ে ছাত্রধর্মঘটে জনগণের সাড়া এক কথায় অভূতপূর্ব। বারাসাতের কামদুনির গ্রামে নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটায় পাওয়া গিয়েছিল ক্ষতবিক্ষত কিশোরীর দেহ। বামফ্রন্ট শাসনের শেষ লগ্নে দিদির সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে কিশোর রাজীব দাসের হত্যার ঘটনা আজও কেউ ভোলেনি। সমগ্র এলাকায় বাড়ছে চোলাই মদের ঠেক, ছিনতাই ইভটিজিং নিত্যদিনের ঘটনা।

বারাসাতে ঐ দিন সকাল থেকে পুলিশ রাস্তায় এসইউসিআই(সি)-এর কর্মীদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও বারাসাত, দত্তপুকুর, হাবড়া, মছলন্দপুর, অশোকনগর সহ সর্বত্র অবরোধ-পিকেটিং সফল করতে সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন। তৃণমূল ও সিপিএমের নিচু তলার কর্মী-সমর্থকরাও এই বনধকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন

ছয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলির জনসভায় মানুষের ঢল

সকাল থেকে বারে বারে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। দুপুরেও বিরাম নেই। কারও মনে ক্ষণিকের আশঙ্কা, সভা হতেপারবে তো? কিন্তু নেতৃত্ব দৃঢ় প্রত্যয়ী। তাঁরা জানেন, এলাকার গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষ, শ্রমিক-কৃষকের জীবনে বারবার এর থেকেও বেশি দুর্যোগ নেমে এসেছে। এখানকার সংগ্রামী মানুষ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে হেলায় তুচ্ছ করে সভায় উপস্থিত হবেন।

ঠিক তাই। বেলা ৩টে বাজতেই দেখা গেল, বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মানুষ আসতে শুরু করেছে। সে আসার যেন বিরাম নেই। ছোট ছোট মিছিলে, বড় মিছিলে, ভ্যান রিকশায়, মোটর ভ্যানে, ম্যাটাডোরে। দেখতে দেখতে সভার মাঠ ভরে উঠল। মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই। মানুষ রাস্তার ধারে, বাড়ির ছাদে, পাঁচিলের উপর জায়গা করে নিয়েছে। জয়নগর ও কুলতলির প্রান্তসীমা প্রিয়র মোড়ে ১২ জুন এস ইউ সি আই (সি) আয়োজিত এই নির্বাচনী জনসভায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি না থাকলে সংখ্যাটা যে প্রায় দ্বিগুণ হত তা অনায়াসেই বলা যায়।

শাসক তৃণমূলের অপদার্থতা, দলবাজি, সন্ত্রাস যখন পূর্বতন সিপিএম শাসনের মতোই লাগামছাড়া, সিপিএমের প্রতি মানুষের ঘৃণা একই রকম অটুট, মানুষ পথ খুঁজছেন, তাকিয়ে আছেন এস ইউ সি আই (সি)-র দিকে, তখন এই সভাটি সমস্ত দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি)-র ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। কংগ্রেস আমলে তেভাগা আন্দোলন, বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলন, জমিদারদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সিপিএম শাসনে ব্যাপক খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সুন্দরবনে হাজার হাজার একর জুড়ে মানুষকে উচ্ছেদ করে সাহারা কোম্পানিকে প্রমোদ নগরী বানানোর অনুমতি দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন, হুঁকাহারানিয়া নদীকে বেঁধে দিয়ে ভেড়ি তৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ ছাড়াও রয়েছে গরিব মানুষের বেঁচে থাকার নিত্য দিনের নানা আন্দোলন। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, গরিব মানুষের

দুয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে জনসভা

একের পাতার পর

শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দাবিতে, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, মোটর ভ্যানের লাইসেন্সের দাবিতে, চিটফান্ড কোম্পানিগুলির প্রতারণার প্রতিবাদে আমানতকারীদের টাকা ফেরতের দাবিতে দলের উদ্যোগে গড়ে তোলা আন্দোলনগুলির কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। বললেন, আজও আপনারা লড়াই ছাড়া বাঁচতে পারবেন না। অথচ সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি কেউই আন্দোলনের শক্তি নয়। জনজীবনের কোনও সমস্যা নিয়েই এই দলগুলি আন্দোলন প্রতিবাদ করে না। বরং এদের অপশাসনেই মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। অথচ নির্বাচন আসতে এই দলগুলিই টাকার থলি নিয়ে নেমে পড়েছে।

তিনি বলেন, এই দলগুলি যখন সীমাহীন দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে তখন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) তার বিরুদ্ধে দলের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান, পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরের প্রার্থীর কাছে একটি অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক প্রার্থীকেই এই অঙ্গীকার করতে হবে যে, কোনও দিন যদি তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ ওঠে, গরিব মানুষের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে তবে তিনি পদত্যাগ করবেন। তিনি বলেন, এমন অভিযোগ উঠলে আমরা এলাকার মানুষের মতামত নেব এবং তা প্রমাণিত হলে আমাদের দলের প্রার্থীরা পদত্যাগ করবেন। তিনি জোরের সাথে বলেন, এ জিনিস এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া অন্য কোনও দলের চালু করার হিম্মত নেই।

তিনি উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশে বলেন, আপনারা এই মুহূর্তে স্মরণ করুন দুই শতাধিক শহিদকে যাঁরা আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। স্মরণ করুন মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ কমরেড মাধাই হালদারকে, সিপিএম খুনিদের আক্রমণে নিহত কমরেড আমির আলি হালদার সহ দেড় শতাধিক নেতা ও কর্মীকে। তাঁদের মৃত্যু কি বৃথা যাবে! তাঁদের অপূরিত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব তো আপনাদেরই। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন প্রবীণ কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের কথা, যিনি প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে জেলে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা জেলের একজন অফিসারের মাধ্যমে খবর পেলাম তিনি প্রচণ্ড রকমের অসুস্থ, অথচ তাঁর ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাঁর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানাই। মিথ্যা অভিযোগে বন্দি এই প্রবীণ নেতার মুক্তির প্রতিশ্রুতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কয়েক মাসের মধ্যেই কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী প্রমুখ মন্ত্রীরা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ আপনার সরকার শুধু কালহরণ করে চলেছে। তিনি বলেন, প্রবোধবাবু, প্রফুল্ল মণ্ডল, ইরান মোল্লা, অনিরুদ্ধ হালদার আজ জেলে কেন? সাহারা কোম্পানি ন'হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রমোদ কানন করে সাতটি থানার মানুষকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল সিপিএমের সাহায্যে। কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের নেতৃত্বে পার্টির আন্দোলনের ফলে তা আপাতত বন্ধ হয়েছে। তাই আপনারা উচ্ছেদ হননি। আর হয়ত প্রবোধবাবুর মৃত্যু হবে জেলের ভেতরেই। মৃত্যুর আগে তাঁর আশা তিনি সংগ্রামী মানুষের জাগরণ দেখে যেতে পারবেন। এই সব কিছু স্মরণ করেই আপনারা আপনাদের প্রাণপ্রিয় দল এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন।

সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল বলেন, আপনারা আমাকে লোকসভায় নির্বাচিত করেছেন। আমি এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্যান্য বিধানসভা এলাকাগুলিতেও নিয়মিত যাতায়াত করি। পঞ্চায়েতে হোক, বিধানসভা বা লোকসভা কেন্দ্রে হোক, আপনাদের যা প্রয়োজন আর সরকার যা বরাদ্দ করে তাতে আসমান-জমিন ফারাক। তবুও আমি দেখেছি জয়নগর কুলতলিতে এস ইউ সি আই (সি) পরিচালিত এলাকাগুলিতে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ যা হয়েছে অন্য কোথাও তা হয়নি। তিনি বলেন, আপনাদের স্মরণে আছে, সিপিএম আমলে যখনই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল পঞ্চায়েতের কাজ দেখতে আসত, রাজ্য সরকার এস ইউ সি আই (সি) পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতেই তাঁদের পাঠাত। বহুবারই এই পঞ্চায়েতগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। তিনি বলেন, তৃণমূলের সম্পর্কে মানুষের এই আশাভঙ্গে সিপিএম নেতারা খুবই উল্লসিত। রাজ্যের মানুষ ৩৪ বছরের সিপিএম শাসনের চুরি-দুর্নীতি-গুণ্ডামি-খুন-সন্ত্রাসের সেই ভয়ঙ্কর রাজনীতির কথা ভোলেনি। সিপিএম নেতা-কর্মীদের সেই ঔদ্ধত্যের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তাদের সম্পর্কে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে যেভাবে কয়েক লক্ষ আমানতকারি সর্বস্বান্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে সাংসদ বলেন, এই প্রতারণা যে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারল তার জন্য সিপিএম এবং তৃণমূল উভয় শাসকদলই দায়ী। সভায় প্রাক্তন বিধায়ক, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, বহু জায়গাতেই এস ইউ সি আই (সি)-র বিরুদ্ধে সিপিএম-তৃণমূল হাত মিলিয়েছে যাতে গরিব মানুষের শক্তিকে পরাজিত করা যায়। আবার বিজেপি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে গরিব মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে। তাদের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিয়ে সেই ঐক্যকে আপনাদের রক্ষা করতে হবে। কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, কুলতলির বিস্তীর্ণ এলাকা আয়লা দুর্গত। আপনাদের স্মরণে আছে সেই সময়ে আমাদের দলের কর্মীরা কীভাবে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, দুর্গত মানুষের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু কী সিপিএম সরকার, কী তৃণমূল সরকার কেউই পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করেনি। উপরন্তু যৎসামান্য সরকারি বরাদ্দ নিয়েও এই দুই দল অবাধে দুর্নীতি-দলবাজি চালিয়েছে।

জয়নগরের বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর বলেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গরিব মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার যে ষড়যন্ত্র করেছে তাতে তৃণমূল কংগ্রেসও সামিল। তিনি বলেন, একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। পঞ্চায়েতে টর্চ লাইট চিহ্নে ভোট দিয়ে এই দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ওহাব হালদার।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার নলগোড়া অঞ্চলের সোনাটিকরী ১০ নং গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) দলের কমরেড নিরাপদ হালদার ২৬ মে ৯১ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে মারা যান। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দল গড়ে তোলার পরে সুন্দরবন এলাকায় দলের বার্তা এসে পৌঁছানোর সাথে সাথে এতদঞ্চলের প্রবাদপ্রতিম প্রয়াত কৃষক নেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর সাহচর্যে কমরেড হালদার দলের সাথে যুক্ত হন। তৎকালীন কংগ্রেস আশ্রিত জোতদার ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গরিব মানুষের মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো কঠোর কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করেন ও গরিব মানুষদের মধ্যে সংগঠন গড়ে দৃঢ় মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করান। হাজার বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দলের বার্তা বহন করেছেন। এমনকী বৃদ্ধ বয়সে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায়ও দলের সংবাদ নেওয়া ও কর্মীদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের লোকাল কমিটি সহ স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

কমরেড নিরাপদ হালদার লাল সেলাম

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার নলগোড়া অঞ্চলের সোনাটিকরী ৮ নং গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড প্রফুল্ল সরদার ৩১ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। কমরেড প্রফুল্ল সরদার ছিলেন দলের আবেদনকারী সদস্য ও একনিষ্ঠ কর্মী। কথা গুছিয়ে বলতে না পারলেও দলকে হৃদয় দিয়ে বুঝতেন এবং আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা প্রতিফলিত হত। প্রচার থেকে অর্থসংগ্রহ, দলের সব কাজই তিনি নিষ্ঠার সাথে করতেন। এর মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের তিনি শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। লোকাল কমিটি সহ স্থানীয় কর্মী সমর্থকবৃন্দ ও অগণিত সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে গিয়ে মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড প্রফুল্ল সরদার লাল সেলাম

বারাসতে মৃতার পরিবারকে শ্রদ্ধা জানাই— বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ স্যান্যাল এবং সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও মীরাতুন নাহার ১৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

"কামদুনি গ্রামে ধর্ষিতা ও নিহত ছাত্রীর পরিবার যেভাবে সকল প্রকার আর্থিক প্রলোভনকে প্রত্যাখান করে মানুষের মর্যাদার দাবিকে সামনে এনেছেন তার জন্য ঐ পরিবারকে ও গ্রামবাসীদের আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় আমরা ব্যথিত ও স্তম্ভিত। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড অনুযায়ী সারা দেশে নারী নির্যাতনে আমাদের রাজ্য শীর্ষে রয়েছে। এই লজ্জা আমরা রাখব কোথায়! নারী নির্যাতনকারীদের কোনও ভাবে যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। সে জন্য রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলির কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। গত ৯ জুন কামদুনি গ্রামে আমাদের প্রতিনিধি দল ঘুরে আসার পর আমরা সরকারের কাছে অপরাধীদের চরমতম শাস্তি এবং ঐ গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে কলেজ স্থাপন করার দাবি জানিয়েছি।"

মুরারই কবি নজরুল কলেজে আন্দোলনের চাপে ফি কমল

এ আই ডি এস ও-র প্রতিবাদে মুরারই কবি নজরুল কলেজে উচ্চমাধ্যমিকে অতিরিক্ত ফি কমাতে বাধ্য হল কর্তৃপক্ষ। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য এ বছরে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলা বিভাগে ৪৬৫ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগে ৫২৫ টাকা ফি নির্ধারণ করে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানায়। প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী সই সংগ্রহ করে টিচার ইনচার্জকে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি ছাত্রছাত্রীদের কথা শুনতে ও স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করেন। ছাত্রছাত্রীরা এআইডিএসও-র নেতৃত্বে লাগাতার ক্লাস বয়কট ও টিচার ইনচার্জকে ঘেরাও করে ও বিডিও-কে ডেপুটেশন দেয়। আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত কলা বিভাগে ১০০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১১৫ টাকা কমাতে বাধ্য হয়।

খাদ্য সুরক্ষা, না জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত!

একটার পর একটা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সামনের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য 'খাদ্য সুরক্ষা বিল' নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীরা জোর গলায় দাবি করছেন, এই খাদ্য সুরক্ষা বিল দেশের আমজনতার মুখে খাদ্য তুলে দেবে, ৮৬ কোটি মানুষের সমস্যার সুরাহা করবে। ইউ পি এ-২ সরকারের অন্তরাত্মা (!) সোনিয়া গান্ধি এই বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথা ভাবছেন। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, এই বিল আইনে পরিণত হলে 'এ দেশেতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র যাতনা'

সব কৃতিত্ব কংগ্রেস নিয়ে নিচ্ছে দেখে বিজেপি-সিপিএমও চুপ থাকতে পারেনি। গলা চড়িয়ে তারাও বলছে — 'শুধু ৮৬ কোটি কেন, এই বিলের আওতায় সবাইকে আনতে হবে।' রাজনৈতিক এই তরজা ২০১১ সাল থেকেই চলছে। সেই তরজার স্বরগ্রাম বেড়ে চলে নির্বাচনের মরশুমে।

দেশের আমজনতা অবাক বিস্ময়ে ভাবছে — হল কী! যে দেশে ৭৫ শতাংশ মানুষ দু'বেলা পেটভরে খেতে পায় না, যতটুকু বা খাদ্য জোগাড় করতে পারে তার পুষ্টিমূল্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না, যে দেশে ৭০ শতাংশ শিশু ভোগে অপুষ্টিতে, ৭৫ শতাংশ শিশু ভোগে রক্তাল্পতায়; যে দেশে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষের বাস, দারিদ্র দূরীকরণ সূচকে ৭৯ টি দেশের মধ্যে যার স্থান ৬৫ তম — সেই দেশের শাসক বর্গের হঠাৎ এমন সুমতির কারণ কী? 'ক্ষুধার্তের এই প্রজাতন্ত্রে' এ কি সত্যিই ক্ষুধা দূর করার আন্তরিক প্রয়াস, না কি এ ওদের মুখোশ? এই জনদরদের আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই তো? এই আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমাদের দেশের একদল পণ্ডিত অনাহারের জন্য খাদ্য সংকটকে দায়ী করেন। তারা জোর গলায় বলেন, 'গ্রো মোর' অর্থাৎ আরও ফসল উৎপাদন কর, তাহলেই ক্ষুধা দূর হবে, দূর হবে অনাহার। কিন্তু এ কি সত্য? তথ্য বলছে 'না'। ২০১২ সালে আমাদের দেশে মাথাপিছু বছরে ২০৯ কেজি খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়েছিল। দেশের সমস্ত জনগণকে পেটপুরে খাওয়ানোর পরও অনেক খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু দেখা গিয়েছিল, ৬০ কোটির উপর মানুষ অনাহারে আছে। বাজারে অঢেল খাদ্য থাকলেও তা তাদের হেঁসেলে ঢোকেনি। কেন? কারণ, বিদ্যমান পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে পকেটে পয়সা না থাকলে 'প্রয়োজনের' কোনও মূল্য নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই প্রয়োজনকে 'কার্যকরী চাহিদা' বলে মনে করে না। আর এ দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের যে 'পুঁজিবাদী বাজারে' ঢোকার অধিকার নেই এ তো সবারই জানা। তাই ঘটনা হল, দেশে খাবার আছে অঢেল, আবার অনাহারের বিশ্ব রেকর্ডও আছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এরা পাশাপাশি বাস করছে।

কিন্তু অনাহারের বিশ্ব রেকর্ড কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? পুঁজিবাদের সেবাদাস সরকারগুলো যদি একটু জনদরদি হত, যদি তারা ন্যূনতম জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার চেষ্টা করত তা হলে এই ভয়াবহ 'ক্ষুধার রাজত্বে' আমাদের দেশের জনগণকে নিষ্পেষিত হতে হত কি? সরকার কি পারত না কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য কিনে নিজস্ব ব্যবস্থায় কম দামে জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করতে? এতে কোটি কোটি কৃষক শস্য ব্যবসায়ীদের নিষ্পেষণ থেকে রেহাই পেত, লোকসান থেকে বাঁচত, ফসলের লাভজনক দাম পেত, অন্তত কোটি কোটি সাধারণ মানুষ দু'বেলা পেট পুরে খেতে পেত, দারিদ্র যন্ত্রণা খানিকটা লাঘব হত। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসঙ্গত এই পথ কেন গ্রহণ করল না সরকার? খাদ্যদ্রব্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার ক্ষেত্রে তাদের বাধা কোথায়? বাধা বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীরা। এই ব্যবস্থা চালু হলে 'খাদ্য' নামক মুনাফার বিশাল ক্ষেত্র যে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে! বৃহৎ ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের সেবাদাস সরকারগুলো কি তা করতে পারে?

তাই দেখা যাচ্ছে জনগণের মধ্যে সুলভে 'খাদ্য' পৌঁছে দেওয়ার যতটুকু ব্যবস্থা আগে ছিল, সেই গণবণ্টন ব্যবস্থাই ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল এ দেশে সার্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা। বহু দিন ধরেই তাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছিল। তারপর চালু করা হল নির্দিষ্ট জনগণের জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা। গণবণ্টন ব্যবস্থার গণচরিত্র খর্ব করা হল। চালু হল দুই ধরনের রেশন কার্ড। এপিএল ও বিপিএল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২৬.৫ শতাংশ মানুষ এল বিপিএল কার্ডের আওতায়। অন্যেরা হলেন এপিএল কার্ডধারী। এই এপিএল কার্ড ধারীদের জন্য দেওয়া চাল গমের দাম বাজার দরের প্রায় সমান। ফলে দেখা গেল পাঞ্জাবের ৯৯.৯ শতাংশ, বিহারের ৯৮.৩ শতাংশ, ওড়িশার ৯৮.৩ শতাংশ, উঃ প্রদেশের ৯৭.৯ শতাংশ, হরিয়ানার ৯৬.৯ শতাংশ এ পি এল কার্ডধারী রেশন দোকান থেকে কোনও চাল-গমই কেনেন না। অর্থাৎ বাস্তবে বি পি এল কার্ডধারী বাদে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থার আর কোনও গুরুত্বই রইল না। (তথ্যসূত্র - এন এস এস ও, ২০০৭)

আবার সরকারের বিপিএল তালিকা তৈরির ধরনটা দেখুন। কতগুলো প্রশ্নমালা তৈরি করে এমনভাবে বিপিএল তালিকা তৈরি হয়েছে যাতে গরিবের সংখ্যা কম করে দেখানো যায়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারের হিসাব মতো দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ১১.০৩ কোটি। দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ বাস করে এই সব পরিবারে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তৈরি করা তালিকামতো দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৬.৫২ কোটি। এই কারণে মাত্র ২৬.৫ শতাংশ মানুষ বিপিএল কার্ডের অধিকারী। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ যথার্থ দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষকে বিপিএল তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যথাযথ বিপিএল তালিকা করা নিয়ে সরকারি টালবাহানাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় গরিবস্য গরিব মানুষগুলোর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে চাইছে না।

'দারিদ্র' পরিমাপ করার ক্ষেত্রেও সরকার চালাকির আশ্রয় নিচ্ছে। ১৯৭০ সালে ঠিক হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে ২৪০০ ক্যালরি ও শহরাঞ্চলে ২১০০ ক্যালরি খাবার প্রতিদিন একজন মানুষের দরকার। যারা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করে (যেমন খেতমজুর, মাটি কাটা, ইটভাটা ইত্যাদির শ্রমিক) তাদের দৈনিক ৩৪০০ থেকে ৩৮০০ ক্যালরি খাবার দরকার। এই খাবার যাদের বাজার থেকে কেনার সামর্থ্য নেই তাদের দরিদ্র বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের কয়েকবছর পর দেখা গেল যাদুমন্ত্রে এই মাপকাঠির পরিবর্তন হয়ে গেল। সরকারি নীতি নির্ধারকরা বলতে শুরু করলেন, এখন আর অত খাবার দরকার নেই। গ্রামে মাথাপিছু ১৯০০ ক্যালরি ও শহরে ১৭৫০ ক্যালরি খাদ্যই না কি যথেষ্ট। দৈহিক পরিশ্রম যারা করেন তাদের হিসাবের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। দারিদ্রের মাপকাঠির এই অবমূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী? ওদের রাজত্বে জনগণ কত ভালো আছে তা দেখানো, গরিবের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে তা প্রমাণ করা। সাথে সাথে ঝঁধ থেকে দায়িত্বও ঝেড়ে ফেলা।

কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই হল অতীত রেকর্ড। ফলে তারা যখন গরিবের মুখে খাবার পৌঁছে দেওয়ার মহান (!) দায়িত্বের কথা ঘোষণা করে তখন সন্দেহ হয় বৈকি! কিন্তু শুধু সন্দেহের মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না, বিচার করে দেখতে হবে ওদের পরিকল্পনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝতে হবে ওদের এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কী লুকিয়ে আছে।

বহু প্রচারিত এই 'খাদ্য সুরক্ষা বিলে' জনগণকে খাদ্য সরবরাহের কী ব্যবস্থা করা হয়েছে? এই বিলে বলা হয়েছে — (১) গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক ৭৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে সর্বাধিক ৫০ শতাংশ পরিবারকে মাথাপিছু মাসে ৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়া হবে। এই খাদ্যশস্যের দাম হবে — চাল ৩ টাকা, গম ২ টাকা ও অন্যান্য মোটা দানার খাদ্যশস্যের (জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ১ টাকা। লক্ষ করুন, বিল নিয়ে তারা যত সোচ্চার, বরাদ্দের বেলায় ততই কৃপণ।

এখন এই 'সর্বাধিক' কথাটা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই বিচার করে দেখা দরকার। পরিবারের 'সর্বোচ্চ' মাত্রা এখানে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন মাত্রা সম্পর্কে কোনও কথা বলা হয়নি। কোনও রাজ্য সরকার যদি গ্রামাঞ্চলে ৬০ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৪০ শতাংশ পরিবারকে এই সুযোগ দিতে চায় তাতে কিন্তু 'বিল' নির্মাতারা আপত্তি করতে পারবে না। ফলে এই ফাঁক দিয়েই এক একটা জনবিরোধী সরকার বিপুল সংখ্যক পরিবারকে বিলের আওতা থেকে বাদ দিতে পারবে।

তা ছাড়া কারা এই সুযোগ পাবে তাও কিন্তু বিলে বলা নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় এ ক্ষেত্রে বিপিএল মাপকাঠি প্রয়োগ করা হবে তা হলে মোট পরিবারের ২৬.৫ শতাংশের বেশি তার আওতায় পড়বে না। কিন্তু ঘোষিত পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি। তাহলে বাদবাকি পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি কী হবে তার কোনও উল্লেখও বিলে নেই।

যুক্তির খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় গ্রামাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৫০ শতাংশ পরিবারকে এই বিলের আওতায় আনা হবে, তা হলেও কিন্তু গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়।

(১) বিপিএল তালিকাভুক্ত জনগণ (২৬.৫শতাংশ) এখন মাথা পিছু মাসে ৭ কেজি খাদ্যশস্য পায়। খাদ্য সুরক্ষা বিল অনুযায়ী তারা পাবে ৫ কেজি। অর্থাৎ ২৬.৫ শতাংশ হত দরিদ্র মানুষের বছরে সরাসরি মাথাপিছু ক্ষতি ২৪ কেজি খাদ্যশস্য। খাদ্য সুরক্ষাই বটে!

(২) এই ২৬.৫ শতাংশের উপরে যে সমস্ত মানুষকে এর আওতায় আনা হবে তারা এই ব্যবস্থায় খানিকটা সুবিধা পেতে পারে। লাভ বলতে এইটুকু। সুবিধা বলতেও এইটুকু। কিন্তু সরকারের যা মতলব তাতে এই সুবিধাটুকুও কি বাস্তবে থাকবে? নিঃসন্দেহে বলা যায় থাকবে না। কেন আমরা এ কথা বলছি? সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

এই বিলে বলা হয়েছে, কখনও যদি খাদ্য না দেওয়া যায় তবে নগদ টাকায় ফুড অ্যালাউয়েন্স দেওয়া যেতে পারে। আপাতভাবে মনে হতে পারে এতে ক্ষতি কী? গরিব মানুষ নগদ টাকা পাবে, তারপর বাজারে গিয়ে খাবার কিনে নিয়ে আসবে। এতে তো ঝামেলা কম, দুর্নীতির সুযোগও কম। ঠিক এই যুক্তিই করছে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক এবং ইউ এন ডি পি। ওরা বলছে ভারত সরকার বছরে দুই লক্ষ কোটি টাকা খাদ্য ও সারের জন্য ভর্তুকি দেয়। এর একটা বড় অংশ যাদের জন্য ভর্তুকি দেওয়া হয় তাদের হাতে পৌঁছায় না। ফলে ভরতুকির টাকা সরাসরি গরিব মানুষের হাতে যাওয়াই তো ভালো।

আপাতভাবে কথাটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু এর পিছনে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর একটা চক্রান্ত। খাদ্য না দিয়ে যদি সরাসরি টাকা দেওয়া হয় তা হলে ফল কী হবে? এক ধাক্কায় গণবণ্টন ব্যবস্থার সামান্য হলেও যতটুকু অস্তিত্ব আছে তার সলিল সমাধি হবে। খাদ্যদ্রব্যের উপরে সরকারের যতটুকু নিয়ন্ত্রণ আছে উবে যাবে তাও। সমস্ত খাদ্যশস্য চলে যাবে ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করবে এবং সেই দাম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা দুষ্কর। দেখা গেছে সারের ক্ষেত্রে মালিকদের যখন দাম নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হল তখন দু'বছরের মধ্যে সারের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেল। বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা আমরা দেখেছি। খাদ্যের ক্ষেত্রেও যে তাই ঘটবে তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এর ফলে সমপরিমাণ ভর্তুকিতে গরিব মানুষ সমপরিমাণ খাদ্য কিনতে পারবে না, অনেক কম খাদ্য শস্য কিনতে পারবে। বাস্তবে এই প্রক্রিয়া গরিবের জীবনে সংকট আরও তীব্রতর করবে।

বিষয়টা আর এক দিক থেকেও ভেবে দেখা দরকার। গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে কৃষকের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহের দায়ও আর সরকারের থাকে না। কৃষকের কাছ থেকে যতটুকু খাদ্যশস্য সরকার সহায়ক মূল্যে কেনে তা কেনারও আর ঝামেলা থাকে না সরকারের। ফলে কৃষককে ফসল বিক্রি করার জন্য শস্য ব্যবসায়ীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে। এ তে যা হওয়ার তাই হবে। জলের দরে তাকে ফসল বিক্রি করে দিতে হবে, যতটুকু দাম সে এখন পায় তাও আর সে পাবে না। ফলে এই ব্যবস্থায় কৃষক মরবে দাম না পেয়ে আর গরিব মরবে অগ্নিমূল্যে খাবার কিনতে না পেরে। দু'দিক থেকে লাভ করে কর্পোরেট পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠবে।

তা হলে বহু বিজ্ঞাপিত 'খাদ্য সুরক্ষা বিল' কার্যকর হলে ফল কী দাঁড়াবে? এর ফল হবে —

(১) গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে হতদরিদ্র ২৬.৫ শতাংশ মানুষ মাথা পিছু বছরে ২৪ কেজি চাল-গম কম পাবে,

(২) গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ পরিবারকে গণবণ্টন ব্যবস্থার বাইরে ঠেলে দেওয়া হবে,

(৩) নগদে ভর্তুকি প্রচলন হলে এক ধাক্কায় গণবণ্টন ব্যবস্থা উঠে যাবে,

(৪) সমস্ত খাদ্যশস্য চলে যাবে খাদ্যশস্যের বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে বহুগুণ। খাবার মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অনাহার আরও তীব্রতর হবে,

(৫) সরকারি সংগ্রহের প্রয়োজন না থাকায় কৃষক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কৃপার পাত্র হয়ে পড়বে। ফলে কৃষক ফসলের যতটুকু দাম এখনও পাচ্ছে ভবিষ্যতে তাও পাবে না। জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদের প্রক্রিয়া আরও তীব্রতর হবে। বাড়বে কৃষক আত্মহত্যার পরিসর।

খাদ্য সুরক্ষার নামে (!) এই সর্বনাশের আয়োজনই করেছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার।

সংবাদমাধ্যমের গলা টিপতে চাইছে তুরস্কের সরকার

তুরস্কের শাসক এর্দোগান সমালোচনা পছন্দ করেন না। যাঁরাই তাঁর অথবা তাঁর সরকারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন, তাঁদের জায়গা হয় জেলখানায়। তুরস্ক হল এমন একটি দেশ যেখানে সংবাদমাধ্যমের কোনও স্বাধীনতা নেই। সে দেশে জেলবন্দি সাংবাদিকের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সেখানকার সাংবাদিকদের একটি সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী তুরস্কে কারাবন্দি সাংবাদিকের সংখ্যা ৬২। অন্যদিকে 'ইউরোপিয়ান ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস' বলছে, এই সংখ্যা হল ৬৬।

এর্দোগানের পুলিশবাহিনী মনগড়া অভিযোগে যখন তখন গ্রেপ্তার করে সাংবাদিকদের। বেশিরভাগ সময়েই তাঁদের কোনও না কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য হিসাবে দেগে দেওয়া হয়, তারপর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঠিক এভাবেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩৫ বছরের মহিলা সাংবাদিক জেইনেপ কুরায়কে।

জেলবন্দি সাংবাদিকদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তুরস্কের মানুষ

একইভাবে এক বামপন্থী সাংবাদিক, ৪৩ বছর বয়সী আহমেত সিককে দক্ষিণপন্থী জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে এক বছর ধরে জেলে পুরে রেখেছিল তুরস্কের পুলিশ। ২০১২-র মার্চে তিনি জামিনে মুক্ত হন। ইস্তানবুলের ট্যাক্সিম স্কোয়ারে শুরু হয়ে যে জনবিক্ষোভ গোটা তুরস্কে আগুন জ্বালিয়েছে, তার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রবল পুলিশি হামলার শিকার হতে হচ্ছে সাংবাদিকদের। তুরস্কের সমস্ত সাংবাদিকই আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁদের তাড়া করে ফিরছে গ্রেপ্তার, এমনকী খুন হয়ে যাওয়ার ত্রাস।

তুরস্কের আতঙ্কিত সংবাদমাধ্যম সরকারবিরোধী খবর প্রচার করতে চায় না। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া জনবিক্ষোভের খবরও তাই চেপে যেতে চাইছে তাদের অধিকাংশ। যারা সে খবর প্রচার করেছিল, ইতিমধ্যেই তাদের উপর জরিমানা চাপিয়েছে তুর্কি সরকার। এর বিরুদ্ধেও পথে নেমেছেন মানুষ। ৩ জুন প্রায় তিন হাজার মানুষ একটি টিভি চ্যানেলের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সরকারের কাছ থেকে টাকা খেয়ে দেশজোড়া বিক্ষোভের খবর এরা চেপে যেতে চেয়েছে, এই অভিযোগে তীব্র ধিক্কার ছুঁড়ে দিয়েছে চ্যানেলটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। ওদিকে মে মাসে তুরস্কের সাংবাদিকদের সংগঠন জেলবন্দি সাংবাদিকদের মুক্তির দাবিতে ইস্তানবুলে বিক্ষোভে দেখিয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রতি এই ভূমিকার সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো জানিয়ে দিয়েছেন, অল্প কয়েকজন সাংবাদিককে নাকি বন্দি করেছে তুর্কি প্রশাসন এবং তাঁরা সকলেই নাকি অস্ত্রশস্ত্রের বেআইনি পাচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। এত কিছু করেও মানুষের ক্ষোভকে ধামাচাপা দিতে পারছে না তুরস্কের সরকার। আন্দোলন প্রতিদিন শক্তিশালী হচ্ছে।

বাস্তুহারার সংখ্যা বাড়ছে ব্রিটেনেও

আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতো ব্রিটেনেও যত দিন যাচ্ছে জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ ততই কমছে। দরিদ্র মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরির জন্য আগে সরকার যে ব্যবস্থা নিত, কোপ পড়েছে তাতেও। পরিণতিতে বাড়ছে গৃহহারার সংখ্যা। সম্প্রতি সে দেশের 'ডিপার্টমেন্ট ফর কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট' (ডিসিএলজি) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১২-'১৩ সালে ঘরহারা মানুষের সংখ্যা বিরাট — ৫৩ হাজার ৫৪০ জন। এই সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ছয় শতাংশ বেশি এবং এই নিয়ে গত তিন বছর ধরে ব্রিটেনে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আশ্রয়হীনের সংখ্যা। শুধু লন্ডন শহরেই আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে ১৬ শতাংশ।

তবে এই হিসাবের মধ্যে সমস্ত ঘরছাড়া মানুষকে ধরা হয়নি। গৃহহীনদের সংখ্যা গোনার ক্ষেত্রে ডিসিএলজি-র যথেষ্ট কড়া নিয়ম রয়েছে। বহু আশ্রয়হারা মানুষ, যাঁদের পরিবার-পরিজন নেই, একা থাকেন, তাঁদের অনেককেই এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাননি, তাঁদেরও ধরা হয়নি। ফুটপাথের বাসিন্দা কিংবা বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রিত মানুষের নামও নেই এই হিসাবে।

কমরেড প্রতিভা মুখার্জী স্মরণসভা

১০ জুন আসানসোলের গৌহাটির সভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস

১১ জুন গুজরাটের বরোদাতে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকা রথ

বহুজাতিক সংস্থাগুলির মুনাফা লালসাই মহারাষ্ট্রের খরার জন্য দায়ী

মহারাষ্ট্রে চলতে থাকা ভয়ঙ্কর খরা গত কয়েক দশকের মধ্যে বৃহত্তম বিপর্যয়। সোলাপুর, পুনে, আহমেদনগর, সাংলি, সাতারা, ওসমানাবাদ, বিদ, লাতুর, নাসিক, জালনা, পার্বনী, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি আখচাষ অধ্যুষিত জেলাগুলিতে খরার প্রকোপ মারাত্মক। এই রাজ্যে ১৯৭২ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০১২ সালের থেকে কম হওয়া সত্ত্বেও খরার প্রকোপ '৭২ সালের থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। বিপর্যয় এতটাই যে, গ্রামবাসীদের চাষবাস-ভিটেজমি ছেড়ে শহরে চলে যেতে হচ্ছে কাজের খোঁজে।

কেন এই খরা? শুধু কি কম বৃষ্টিপাতই এর কারণ? এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৮২ সালে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বন্দনা শিবাকে নিয়োগ করেছিল। গবেষণা করে সম্প্রতি তিনি সংবাদপত্রে বলেছেন, শুধু বৃষ্টিপাত কম হওয়াই নয়, জমি ও জলের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে খরার প্রকোপ কতটা মারাত্মক হবে। তিনি মহারাষ্ট্রে এই খরার কারণ হিসাবে চিনি কলের মালিক ও আঙুর ব্যবসায়ীদের মুনাফা-লালসাকেই সরাসরি দায়ী করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করে তিনি দেখিয়েছেন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে খরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৭২ সালের ভয়ঙ্কর খরার সময় ঋণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকার। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে পরিচালিত অর্থলগ্নি সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক তখন শর্ত দিয়েছিল, ঋণ পেতে গেলে খরা প্রতিরোধক মিলেটের পরিবর্তে আখচাষ করতে হবে এবং কুয়োর পরিবর্তে নলকূপ তৈরি করতে হবে। সরকার এই শর্ত মেনেই ঋণ নেয়। এর ভয়ঙ্কর পরিণাম আজ প্রত্যক্ষ করছেন মহারাষ্ট্রের মানুষ।

বন্দনা শিবা বলেছেন, মহারাষ্ট্রে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জমি ও জলের ব্যবহার এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত মিলেট। তা সত্ত্বেও বহুজাতিকদের স্বার্থে আখ ও আঙুর চাষ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানে রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রবল চাহিদা আছে বিটি তুলোর, যা জমির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। বহুজাতিকের স্বার্থে তার চাষও করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণে। জমির জলধারণ ক্ষমতা যে মাইক্রোঅর্গানিজমের উপর নির্ভর করে, তা বিটি তুলো চাষে মরে যায়। ফলে জমি জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে বন্ধ্যা। শত রাসায়নিক ব্যবহার করেও বন্ধ্যাত্ব দূর করা যাচ্ছে না। ফসলের দাম না পেয়ে ঋণগ্রস্ত চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। অতিরিক্ত দামে বহুজাতিকের কাছ থেকে বীজ-সার কিনে ফসল ফলিয়েও মুনাফার বলি হতে হচ্ছে তাদের। চাষির ঋণের ফাঁদ মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে। মালিকরা শুধু মানুষকেই শোষণ করছে না, প্রকৃতিকেও বিপন্ন করছে। নদীগুলিও কোনদিক দিয়ে বইবে, তাও নির্ধারিত হচ্ছে মালিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কৃত্রিমভাবে নদীর দিক পরিবর্তন করে দেওয়ায় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে, দেখা দিচ্ছে খরা। তিনি বলেন, ম্যানমেড ক্যার কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রে আমরা দেখছি 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক মেড খরা'।

গবেষকরা বলছেন, মহারাষ্ট্রকে খরামুক্ত করতে হলে জল ও জমিকে ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হতে দেওয়া চলবে না এবং অবিলম্বে আখ ও বিটি তুলার চাষ বন্ধ করতে হবে।

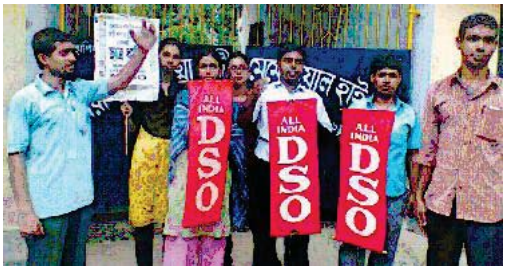

ছাত্রী নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে ১৭ জুন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র ডাকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ছাত্র ধর্মঘটের দিন স্কুলের সামনে পিকেটিং।

জেলায় জেলায় ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ ঃ মেদিনীপুর, কলকাতা, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর

সরকারি প্রলোভন প্রত্যাখ্যান আত্মমর্যাদারই পরিচয়

মহাকরণ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর ২৪ পরগণার অখ্যাত এক দরিদ্র জনপদ কামদুনির দুই কিশোরের চোখ দুটি যেন জ্বলছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া চাকরি আর সাহায্যের প্রতিশ্রুতির ডালি বলিষ্ঠ হাতে দূরে ঠেলে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন চাকরি, টাকা কিছুই চাই না— বিচার চাই। দিনে দুপুরে তাদের কলেজ ছাত্রী দিদিকে প্রকাশ্য রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার পর নৃশংসভাবে হত্যা করেছে নরপিশাচরা। প্রশাসনিক কর্তারা কী অদ্ভুতভাবে নির্বিকার। কিছু টাকা আর চাকরি দিয়েই সব জ্বালা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন! রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী, শাসকদলের সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সর্বস্তরে একটিই প্রচেষ্টা— সাহায্য নাও, চুপ করে যাও। বিচার চেয়ো না। বিবেক নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বোলো না— এ জিনিস আর চলতে দেব না আমরা। ঘরের মা-বোনেরা মদ্যপদের বিকৃত লালসা, কটূক্তির শিকার হবে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, অথচ চোলাইয়ের ঠেক থেকে মাসোহারা নিয়ে পুলিশ চোখে ঠুলি পরে বসে থাকবে। সরকার আয় বাড়ানোর অজুহাতে অবাধে মদের লাইসেন্স দিয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোরো না।

কামদুনির দরিদ্র রাজমিস্ত্রি ঘরের পিতা-মাতা যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন সেই মেয়ে মৃত্যুর আগে যতক্ষণ সংজ্ঞা ছিল হার মানেনি, একদল দুর্বৃত্তের সাথে শেষ পর্যন্ত লড়েছে। অনেকে তাকে ডাকছেন 'অপরাজিতা' বলে। ঠিকই তো, সে তো পরাজিত হয়নি। পরাজিত সভ্যতার মুখোশ পরা এই পচাগলা পুঁজিবাদী সমাজটা। ঐ ফুলের মতো জীবনটার এমন নৃশংস পরিণতির কি কোনও ক্ষতিপূরণ হয়?

কামদুনির পর যতগুলি এমন নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পরিবার সরকারি প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, কিছু চাই না, শুধু দুষ্কৃতীরাজের অবসান চাই। অপরাজিতার পরিবারের দৃঢ়তা দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

কামদুনিতে যে মেয়েরা প্রতিকার চেয়ে রাস্তায় নেমেছে, যে মেয়েরা মাথা তুলে একটু নিশ্চিন্তে চলাফেরার পরিসর চাইছে সেটুকু ব্যবস্থা সরকার করলে কিছুটা জ্বালা হয়ত জুড়াতো, কিন্তু সরকার সে কাজ করেনি।

কামদুনির পরেই নদীয়ার গেদেতে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। গেদের ঐ নিহত ছাত্রীর মূক-বধির-মায়ের সামনে যখন শাসকদলের বিধায়ক কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আউড়ে যাচ্ছিলেন, মায়ের দু'চোখ ভরা জল সবকিছু ছাপিয়ে প্রশ্ন করেছে এ রাজ্যের প্রতিটি মানুষের বিবেককে— এই কি চলবে? এর পরেও মালদহের রতুয়ায় নয় বছরের বালিকা ধর্ষিতা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণারই গাইঘাটায় মিলেছে ধর্ষিতা ছাত্রীর মৃতদেহ, মুর্শিদাবাদের রানিতলায় একই ভাবে পাওয়া গেছে কিশোরীর পচা গলা দেহ। ৭ থেকে ১৪ জুন শুধু এই একটি সপ্তাহের হিসাব এটি। জানা নেই সাংবাদমাধ্যমে ঠাঁই পায়নি এমন আরও কত ঘটনা আছে। যেমন জানা নেই এই লেখা ছাপা হতে হতেই আরও কত শিশু-কিশোরীর নাম উঠবে এই তালিকায়। ঘটা করে একাধিক পুলিশ কমিশনারেট হয়েছে। পুলিশ অফিসারদের উর্দিতে ব্যাজের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু মনে পড়ে ঐ বারাসাতেই ভাই রাজীব দাসকে যখন দুষ্কৃতীরা খুন করছে, দিদি রিঙ্কু বারাসাতের ডি এম, এস পি-র সুরক্ষিত বাংলোর গেট ধরে ঝাঁকিয়েও প্রশাসনের ঘুম ভাঙাতে পারেননি। তখনকার শাসক সিপিএম নেতারাও এ নিয়ে ছিলেন নির্বিকার। যেমন আজ তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা রয়েছেন। তাঁরাও বোধহয় সিপিএম নেতাদের মতোই ভেবেছেন 'এমন তো কতই হয়'! গরিব পরিবারের হাতে কিছু টাকা আর চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেই সব কিছু ধামাচাপা দেওয়া যায়।

সারা পশ্চিমবঙ্গেই আজ ভয়াবহ অবস্থা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ নারী নির্যাতনে আবার দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে উঠেছে। এমনকী 'ধর্ষণের রাজধানী' দিল্লির চেয়েও ধর্ষণের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বেশি। সারা দেশে নারী নির্যাতনের ১২.৬৭ শতাংশই ঘটে পশ্চিমবঙ্গে, এ শুধুমাত্র সরকারি ভাবে নথিভুক্ত তথ্য। এ-ও শোনা যাচ্ছে যে, রাজ্য সরকারের নির্দেশে রাজ্য ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো নারী নির্যাতনের সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে পাঠায়নি। যদিও সেই সাজানো গোছানো তথ্যেও ভয়াবহ অবস্থা চাপা দেওয়া যায়নি। কিগত সিপিএম সরকার ঠিক এই কাজটিই করত। তারাও পশ্চিমবঙ্গের অপরাধের, বিশেষত নারীর উপর সংঘটিত অপরাধের প্রকৃত তথ্য কোনও দিনই দেয়নি। তা সত্ত্বেও সিপিএম আমল থেকেই নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ স্থানে আছে। সিপিএম নেতারা তখন যা বলতেন এখন তৃণমূল নেতারাও ঠিক সেই সুরেই বলছেন— অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের কাছে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেশি নথিভুক্ত হয় বলে পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা বেশি মনে হয়।

পুলিশ সিপিএম আমলেও নিতান্ত দায়ে না পড়লে অভিযোগ নিত না, এখনও পরিস্থিতি তা-ই আছে। থানার সংশ্রবে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই জানেন কী ভাবে নানা বাহানা তুলে পুলিশ, এফ আই আর নিতে অস্বীকার করে। মানুষকে হয়রান করে। কাটোয়ায় ট্রেন থেকে নামিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ, পার্ক স্ট্রিটের গণধর্ষণ, বরাহনগরে দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের কাছে মহিলাকে ধর্ষণ এবং ধর্ষিতার মৃত্যুর ঘটনায় দেখা গেছে চাপে না পড়া পর্যন্ত পুলিশ কোনও অভিযোগ নেয়নি। গোটা রাজ্য যে ঘটনাগুলি নিয়ে আলোড়িত হয়েছিল সেক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা যদি এই হয়, তা হলে যে সব ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে সে ক্ষেত্রে পুলিশ কী করেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই পথেই সৃষ্টি হয়েছিল সিপিএম-এর তথাকথিত 'মরুদ্যান'। তৃণমূলও একই পথ নিয়েছে।

গাইঘাটায় ছাত্রী খুনের প্রতিবাদে ১৫ জুন গাইঘাটা থানার সামনে যশোর রোড অবরোধ

কামদুনি, গেদে, গাইঘাটা, মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমেছেন। তাঁরা ঘরের মেয়েকে হারিয়ে বুঝেছেন আন্দোলন না করলে পুলিশ কিছুই করবে না। চোলাইয়ের ঠেক ভাঙা যাবে না, বন্ধ হবে না মদ্যপদের দৌরাত্ম্য। এই সমাজের রক্ষক সরকার, একচেটিয়া পুঁজির মালিক এবং তাদের হাতে থাকা সংবাদমাধ্যম, মদের প্রসার, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, মদ-জুয়া-সাট্টার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। সমাজে মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে তারা সক্রিয়। তাই টিভিতে, সিনেমায়, সংবাদমাধ্যমে মদের নেশা, অশ্লীলতার পক্ষে ক্রমাগত প্রচার চলছে। খবরের কাগজের পাতায় নগ্ন নারীদেহের ছবি ছাপা হচ্ছে। দেশের যুবসমাজকে যৌনতাসর্বস্ব জান্তব তাড়নায় আচ্ছন্ন করে দেওয়ার সর্বব্যাপক চক্রান্ত আজ বহুদূর বিস্তৃত। চেখের সামনে একের পর এক মেয়েকে পৈশাচিক লালসার শিকার হতে দেখে যাঁরা ব্যথিত, যাঁরা প্রতিকারের কথা ভাবছেন, তাঁদের বুঝতে হবে ক্ষমতাসীন শ্রেণির মারাত্মক চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত না হলে কোনও ফল হবে না। পাশাপাশি দরকার আন্দোলনকে সর্বব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়া।

এস ইউ সি আই (সি)-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন এই পথেই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। যত দিন যাবে তত এই বিকৃত সমাজের শিকার হবে কত পরিবারের আদরের ফুটফুটে সুন্দর কন্যা সন্তান। আশার কথা সমাজের বেশ কিছু মানুষ মনে প্রাণে এর প্রতিকার চাইছেন। নারী নির্যাতন বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে কামদুনির ঐ পরিবারের কাছে বিশিষ্ট জনেরা এ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আরও বহু জায়গায় এই আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। পাশবিক লালসার শিকার একের পর এক শিশুকন্যা-কিশোরী-তরুণীর মৃত্যু আমাদের বলে— লড়তে না পারলে আরও বহু মূল্য দিতে হবে। এ মৃত্যুর ক্ষতি যদি সত্যিই কিছুটা হলেও পূরণ করতে হয়, তা করতে হবে লাগাতার আন্দোলনের পথ ধরেই। এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। অনেকের সাথে আজ পথে নেমেছে বহু কিশোর কিশোরীও, আছেন ছাত্র-যুবকরা। ওদেরই তো লড়তে শেখাতে হবে। কিন্তু এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এই আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার লক্ষ্য নিয়েই অপরাজিতাদের মৃত্যুর দাম চোকাতে হবে আমাদের সকলকেই।

রাজ্যজুড়ে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

এসপ্ল্যানেড | কলেজ স্ট্রিট | শিলিগুড়ি | বারাসত

গণআন্দোলনের পতাকা নিয়ে

একের পাতার পর

দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করি। জিততে পারলে সে আন্দোলন জোরদার হয়। এই নীতিতেই বিধানসভা লোকসভাতেও আমরা প্রার্থী দিই। বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের দল যখন এ রাজ্যে ১৯৬৭ ও '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারে গিয়েছিল, তখন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী যে নীতিটা গ্রহণ করানোর জন্য সরকারের উপর চাপ দিয়েছিলেন, তা হল, 'ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না'। ১৯৭৭ সালে সরকারে বসা সিপিএম ফ্রন্ট সে নীতি গ্রহণ করেনি, কারণ তাতে পুঁজিপতিরা অসন্তুষ্ট হত। তৃণমূলও সে নীতি নেয়নি। তৃণমূল বলেছিল, প্রশাসনকে পুলিশকে শাসকদলের সেবাদাস করা হবে না। আজ সে কথাটা তৃণমূল ভুলে গেছে এবং সিপিএমের মতোই পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করেছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন নির্বিকার। আমাদের দলের কর্মীরা যার শিকার। আজও অনেকে চিকিৎসাধীন। কোচবিহার বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমানে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছে। কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ১নং ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রার্থী হয়েছিলেন তরেন বরদার। তুফানগঞ্জে এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বাইরে আসা মাত্র তাঁর উপর এমন হামলা চালানো হয় যে, হাসপাতালের ডাক্তাররা বলেছেন ৭ দিনের আগে তাঁকে ছাড়া যাবে না। এই তুফানগঞ্জে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন বাড়াতে হয়েছে। আপনারা জানেন, সিপিএম আমলে এই তুফানগঞ্জ ছিল সিপিএমের সন্ত্রাসের আখড়া।

পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় আমাদের দলের প্রার্থী ভজহরি বাগকে রাতে বাড়ি চড়াও হয়ে গ্রিলের গেট ভেঙে, টালি ভেঙে, অ্যাসবেসটস ভেঙে খুনের হুমকি দিয়ে যায়। সবাই সন্ত্রস্ত। সকালবেলা গ্রামবাসীরা এসে বলেছে, না, আমরা তোমাকে দাঁড় করিয়েছি, তুমি মনোনয়ন প্রত্যাহার করবে না। বর্ধমানে আমাদের পুরনো কর্মী মনসা মেটে। আউশগ্রামের ৫৪ নং জেলা পরিষদে দলের প্রার্থীর তিনি প্রস্তাবক ছিলেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করালে তাঁকে তৃণমূল ১ লাখ টাকা দেবে বলেছিল। আমরা প্রত্যাহার করলেই তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায়। সিপিএমের প্রার্থীই নেই, পুলিশ পিছনে নেই বলে সিপিএমের বীরত্ব চলে গেছে। মনসা মেটে টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। গড়রেতা ২ নং ব্লকে আমলাগুলি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী শ্রীকান্ত সোরেনকে রাজি করাতে না পেরে তাঁর প্রস্তাবক নিমাই মহন্তকে সাদা কাগজে সই করিয়ে বিডিও-র কাছে নিয়ে গিয়ে প্রত্যাহার করিয়েছে। এটা কিন্তু বেআইনি। প্রস্তাবক প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করতে পারে না। উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা পঞ্চায়েত সমিতি-৬-এর প্রার্থী শহিদুল হক, তাঁকে ব্যাপক অত্যাচার, খুনের হুমকি ও ভয় দেখিয়ে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমডাঙা ব্লকের সাধনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভার প্রার্থী মহিবুর ধুবাড়ে, নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ব্লকের ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভার প্রার্থী ডলি মণ্ডলকে কিছুতেই প্রত্যাহারে রাজি করাতে না পেরে টি এম সি রাত্রি ১২টার সময় দুষ্কৃতী বাহিনী নিয়ে আমাদের স্থানীয় নেতার বাড়ি ঘেরাও করে খুনের হুমকি দেয়। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ব্লক-১-এ জেলা পরিষদ প্রার্থী নমিতা দাস, তাঁর স্বামী পাশের ব্রজলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী বলাই দাস। তৃণমূল এঁদের বাড়ি ১১ জুন সারারাত্রি ঘিরে রাখে এবং রাত্রি ২টার সময় ব্যাপক বোমাবাজি করে। তারপর বলে যায় যে, 'যদি প্রত্যাহার না করিস, তাহলে তুলে নিয়ে যাব। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।' আমাকে ফোন করেছিল জেলা সম্পাদক দিলীপ মাইতি, আমি বলেছি প্রত্যাহার করে নিতে। কারণ, আমরা সেই প্রোটেকশন দিতে পারব না। পুলিশ সম্পূর্ণ শাসক দলের হয়ে কাজ করছে, খোলামেলা দলদাস। তারপর কাঁথির ভাজাচাউলি — ৩৪ বছর ধরে সিপিএম ধান কাটা, পুকুরে বিষ মেশানো, টাকা-পয়সা লুঠ করার কাজ করেছে। এখন সেই সিপিএমের লোকেরাই সব তৃণমূল হয়ে গেছে। ওখানে আমাদের মহিলা প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, তিনি এস এস কে টিচার। লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে রাত্রিবেলায় তৃণমূলের লোকজন তাঁকে এসে বলছে, "যদি তুমি প্রত্যাহার না কর, তাহলে এই ৩৪ বছরে আমাদের ২৮ লক্ষ টাকা লুঠ হয়েছে, সেই সমস্ত টাকা তোমাকে দিতে হবে। এখানে সিপিএম দাঁড়াতে পারল না। তোমাদের এতবড় সাহস হল কী করে? আমরা নেতাদের কথা দিয়েছি, আমাদের অঞ্চলে কোনও বিরোধী থাকবে না। তুমি বিরোধী থাকো, কিন্তু বাড়িতে বসে থাকো। দাঁড়ানোর সাহস হবে কেন?" দাঁতন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী অনিতা দাসের বাড়িতে গিয়ে একই হুমকি দেওয়া হয়। খেজুরির হলদিবাড়ির প্রার্থী প্রত্যাহারে রাজি করাতে না পারায় রাত্রিবেলা ৭০ জনের বেশি তৃণমূল বাহিনী চড়াও হয়। পাশের গ্রামে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল, সেখানে বলে দেওয়া হয় পাশের গ্রামে হামলা চলছে। শয়ে শয়ে মানুষ ছুটে যান। তখন বীরপুঙ্গবেরা পালিয়ে যায়। তারপরে গ্রামবাসীরা ঠিক করে, এখানে প্রার্থী প্রত্যাহার করা হবে না, খুন হয় হোক। যারা হামলা করতে এসেছে, তারা সবাই খেজুরি-নন্দীগ্রাম পর্বে ছিল সিপিএম কর্মী। এখন সব তৃণমূল।

সিউড়ি ২ নং ব্লকের অবিনাশপুর, পুরন্দরপুর, বনশঃকর প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন আসনের জন্য মনোনয়নপত্র বিডিও অফিসে জমা দিতে গেলে তাদের মেরে বের করে দেয় তৃণমূলের লোকজন। তারপর জেলা কমিটির সদস্য বাগাল মার্ডি সহ তিনজনকে মারধর করে ট্রাইবাল সার্টিফিকেট সহ তাদের ভোটার কার্ড, অন্যান্য জিনিস কেড়ে নিয়ে তৃণমূল ক্যাম্পে নিয়ে আটকে রাখা হয়। ৭ জুন লাভপুরের পার্টির ইনচার্জ লালন দাস, তিনি প্রার্থীদের নিয়ে বোলপুরের এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়েছিলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে অফিসের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে দিয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে তৃণমূল। তাঁরপর তাকে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারে। আমার কাছে এরকম অনেক ঘটনা আছে। আমরা অভিনন্দন জানাব, মনসা মেটের মতো প্রায় ৩০ জনের বেশি আমাদের কর্মীকে যাঁরা অভাবী হয়েও টাকা অগ্রাহ্য করেছেন, নাম প্রত্যাহার করেননি। আবার অনেকে মার খেয়ে হাসপাতালে আছেন। ১২ জন হাসপাতালে ভর্তি। এই সন্ত্রাসের কারণে নানা জেলা মিলে ৩১২ জন প্রার্থী আমাদের প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে।

কমরেড বসু বলেন, কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কলেজ ইলেকশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এমনকী এই সুযোগে সুচতুরভাবে ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার কথা চলছে। সেখানে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে এরকম একটা পরিবেশ— সংঘর্ষ, হামলা চলছে, এমন সংঘর্ষ যে মনোনয়ন জমা একদিন বাড়াতে হল, দু'জন ইতিমধ্যেই খুন হয়ে গেছেন, তাহলে তাকে ভিত্তি করে এই সরকার কী বলবে? এবার নির্বাচনে কিছু জনের ক্ষমতা পাওয়ার জন্য কত জনকে প্রাণ হারাতে হবে, কত বাড়ি জ্বলবে, কত মানুষ পঙ্গু হবে, এক

হাসপাতালে ভর্তি আহত পঞ্চায়েত প্রার্থী কমরেড তরেন বরদার

বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয়। এতবড় একটা আয়োজন, যা পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে, তার মূল লক্ষ্য কী? মূল লক্ষ্য হল, পঞ্চায়েতের টাকা কে আত্মসাৎ করবে, কার দখলদারিতে থাকবে। জনগণের ট্যাক্সের টাকা, কেন্দ্র ও রাজ্য যা বরাদ্দ করে নানা স্কিমে, সেই টাকার বিপুল পরিমাণ অংশ জনগণের জন্য খরচ না করে এই পঞ্চায়েতগুলির যাঁরা মাথা হয়ে বসেন, তাঁরা আত্মসাৎ করেন। একটা বিরাট অংশ দলও হয়ত পায়। আর এইজন্যই পুলিশকে-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে একদল দখলদারি কায়েম করতে চায়, আর একদল দখলদারি ফিরে পেতে চায়। এর লড়াই চলছে। আমরা মনে করি, এই লড়াইয়ের সাথে জনগণের স্বার্থ, তাদের দুঃখদুর্দশা ,তাদের উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই। উন্নয়ন যা হচ্ছে তা দেশের মানুষ বুঝতে পারছে। উন্নয়ন হচ্ছে নেতাদের বক্তৃতায়! বাস্তবে গ্রামের জনগণ বুঝতে পারছে না তাদের কী উন্নতি হয়েছে। অথচ এত বছরের স্বাধীনতা, সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসন হয়ে গেল। তৃণমূল বলবে আমরা তো সদ্য বসেছি। কিন্তু সদ্য বসে কোথায় কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা দিয়ে তো দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়।

তিনি বলেন, প্রথমে কংগ্রেস, সিপিএম, তারপর এখন তৃণমূলের ক্রিমিনাল নির্ভর রাজনীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ নারী নির্যাতনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কী লজ্জার কথা বলুন। যে বাংলা নবজাগরণের সময় থেকে গর্ব ছিল ভারতের, তাকে আজ কোথায় নামিয়ে আনা হয়েছে! আজকের ছেলেমেয়েরা ক'জন জানে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দকে? শুধু রাস্তার মোড়ে গান বাজিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথ চর্চা হয়? ফলে বিবেক জাগবে কী করে? নারীর মর্যাদার আসন থাকবে কী করে? ফলে ক্রিমিনালরা এখন পলিটিক্স কন্ট্রোল করে। সিপিএম অনেক চালাক দল বলে তারা চাপা দিয়ে রাখতে পারত, সামনে আসত না, তৃণমূল সেখানে ঢিলেঢালা। এই তো পার্থক্য! পুলিশের সাহায্য ছাড়া এ জিনিস হতে পারে নাকি? আমরা দাবি করেছি পুলিশের অফিসারকে শান্তি দেওয়া হোক। এত ঢালাও মদের দোকান যে সিপিএম চালু করেছিল, তৃণমূল সেটা আরও বাড়াল। বিবেক না থাকলে প্রবৃত্তি বাড়বে। ইমপালস বাড়বে। সেখানে মনীষীদের আহ্বান যদি জেগে থাকে, সেগুলি বিবেককে জাগাবে। ফলে একটা পাল্টা সাংস্কৃতিক আন্দোলন পশ্চিমবাংলায় দরকার। ভারতবর্ষেই দরকার। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১১ জুন স্মারকলিপি দিয়ে বলেছি, নারীর মর্যাদার স্থান তৈরি করার মতো সমাজ মনন তৈরি করা এবং ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্সকে বন্ধ করার জন্য একটা সভা ডাকা হোক। শিক্ষাব্রতীদের, শিল্পী-সাহিত্যিকদের, সমস্ত গণসংগঠন এবং রাজনৈতিক দলকে, সমস্ত ধরনের বৃত্তিজীবীদের ডাকা হোক।

কমরেড সৌমেন বসু জানান যে, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ৬১৯২টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৬৪৩টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৪৮৫টি জেলা পরিষদ আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।

বারাসত-বনগাঁ বনধ

একের পাতার পর

করেছেন। কামদুনিতে মানুষ গভীর আবেগে বনধে সামিল হয়েছেন। বনধের সমর্থনে আগের দিন তাঁরা এসইউসিআই(সি) কর্মীদের সাথে হাত লাগিয়ে পোস্টারও মেরেছেন। বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ, গাইঘাটা থানা মোড়ের অবরোধে অসংখ্য মানুষ সামিল হয়েছেন। সমস্ত স্কুল কলেজ ছিল বন্ধ। সরকার জোর করে কয়েকটি বাস চালালেও বেশির ভাগ রুটে বাস চলেনি। যেগুলি চলেছে তাতে যাত্রী ছিল নগণ্য। অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক জোর করে খোলালেও হাজিরা ছিল নামমাত্র। সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। প্রশাসনের বাধা উপেক্ষা করে তাঁরা বলেছেন, আমরা এর শেষ দেখতে চাই। প্রশাসনের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরাজের অবসান চেয়েছেন সাধারণ মানুষ। এসইউসিআই(সি)-র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস বনধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য এলাকার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটি গড়ে তুলে সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের মোকাবিলায় একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। জেলা জুড়ে স্কুল-কলেজগুলিতে সর্বাত্মক ছাত্র-ধর্মঘট পালিত হয়, বহু স্কুল-কলেজ গেটে ধর্মঘট ভাঙতে সরকার পুলিশ পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু মানুষের ক্ষোভের সামনে সরকারের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উত্তর ২৪ পরগণা ডিএসও জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ মুখার্জী ছাত্র-ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বারাসত-গাইঘাটা-নদীয়ায় ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ১২ জুন তমলুকে বিক্ষোভ

(২০১২-র ডিসেম্বরে দিল্লিতে প্যারামেডিকেল ছাত্রী 'দামিনী'র ভয়ঙ্কর ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা সারা দেশকে আলোড়িত করেছিল। দিল্লির ছাত্রছাত্রী যুবক-যুবতীদের আন্দোলন অনুপ্রাণিত করেছিল সমগ্র দেশকে। সেই সময় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা কমরেড প্রভাস ঘোষের একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। আজ পশ্চিমবাংলায় পরপর নারী নিগ্রহের ঘটনায় সেই আবেদনের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেই আমরা সেটি আবার প্রকাশ করলাম — সম্পাদক, গণদাবী।)

শোককে শক্তিতে, ঘৃণার আগুনকে অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে পরিণত করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আবেদন

দিল্লির গণধর্ষিতা ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদে সমগ্র দেশ শোকে উদ্বেলিত, দেশবাসী শোকাহত। আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-ও আজ এই দেশের শহরে-গ্রামে অসংখ্য মৌন মিছিল সংগঠিত করে এই বেদনাকেই ব্যক্ত করছে। আরও আন্দোলনের কর্মসূচিও চলতে থাকবে। আমরা এই তরুণীর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সমব্যথী দেশবাসীকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা জানি, এই তরুণী আক্রান্ত এবং বারবার ধর্ষিতা হয়েও ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে শেষপর্যন্ত প্রাণপণ প্রতিরোধ চালিয়ে গেছেন, যার ফলে ক্ষিপ্ত ক্রিমিনালরা শারীরিকভাবে জখম করে তাঁকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা এই তরুণীর সংগ্রাম, সাহস ও তেজকে শ্রদ্ধা জানাই। যতক্ষণ তাঁর চেতনা ছিল, এই সাহসী তরুণী বলেছেন, 'আমি বাঁচতে চাই,' এই দেশ এই রাষ্ট্র তাঁকে বাঁচতে দিল না। তিনি বারবার দাবি জানিয়ে গেছেন, 'অপরাধীদের শাস্তি চাই।' প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হবে কি? আজ আমাদের বিবেক এই প্রশ্নের সম্মুখীন।

আমরা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি চাই, সেজন্য চাই উপযোগী কঠোর আইন। আবার একই সাথে বলতে চাই, যতই কঠোর আইন ও শাস্তিদান হোক, ধর্ষণ-গণধর্ষণ চলতেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এদেশে ধর্ষণ চলছে, শিশুকন্যারাও রেহাই পাচ্ছে না। এ যদি সভ্যতা হয়, তাহলে বর্বরতা কাকে বলে! ফলে হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হবে, প্রাণ হারাবে অনেকেই, বাকিরা জীবন্মৃত হয়ে থাকবে, যতক্ষণ ধর্ষণ রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা না হচ্ছে।

এই মুহূর্তে 'দেশবরেণ্য' নেতারা শোকাশ্রু বর্ষণ করছেন আর মনে মনে আশা করছেন, কয়েকদিন বাদে সবই থিতিয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে, যেমন এর আগেও হয়েছে। কয়েকদিন বাদে সাড়ম্বরে প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে, নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বারংবার তোপধ্বনি সগর্বে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি দেবে, দেশ কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে নেতৃবৃন্দ তার উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরবেন। রাষ্ট্রপতি ভবন, রাজভবনগুলি, মন্ত্রীদের দপ্তর সুদৃশ্য আলোকমালায় সজ্জিত হবে। হয়ত সেই চোখ ধাঁধানো উৎসবের আলোয় আজকের এই শোক চাপা দেওয়ার চেষ্টা হবে। উৎসবের রঙিন ঝলমলে আলোকের তলায় দেখা যাবে দেশময় দুঃখের অন্ধকার। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা, মুখ্যমন্ত্রীরা ও বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন বহু তারকাখচিত হোটেলে নাচ-গান-ভোজে মত্ত হয়ে স্বাধীনতা উৎসব উদযাপন করবে তখন দেখা যাবে তাদের ভোজসভা থেকে ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে হাজার হাজার উপবাসী শিশুর দল, যাদের কোনও খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, নেই কোনও শীতবস্ত্র, যারা জানে না কোথায় তাদের বাবা, কোথায় তাদের মা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের স্রোতে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ তো সমগ্র দেশে কোটি কোটি বেকার-অর্ধবেকার, কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী, জমিচ্যুত কর্মহীন গরিব কৃষক-খেতমজুর! বছরে বছরে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, প্রতিদিনের দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে একেবারেই বেঁচে যাওয়ার জন্য কতজন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে! কত লক্ষ নারী ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না সহ্য করতে না পেরে প্রতিদিন দেহ বিক্রির বাজারে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে! কত লক্ষ লক্ষ নারী পাচার হয়ে যাচ্ছে, কত শিশু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! এ চিত্র মর্মান্তিক, দুঃখের, গভীর বেদনার! অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পুঁজিপতি ব্যবসায়ী পরিবার সমগ্র দেশের ধন-সম্পদ সব কিছুর মালিক হয়ে আছে। সমগ্র দেশকে তারা লুঠছে, যেমন লুঠেছিল একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা।

এই কি সেই স্বাধীনতা, যার জন্য ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকুল্লা, সূর্য সেন, প্রীতিলতারা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন? এই জন্যই কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র মহান সংগ্রাম চালিয়েছিলেন? তাঁরা কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিলেন, স্বাধীন ভারতের এই শোচনীয় পরিণতি ঘটবে, এইভাবে প্রতিদিন নারী ধর্ষিতা হবে? তাহলে এই স্বাধীনতা কার? বাস্তবে এ হচ্ছে পুঁজিপতি-বৃহৎ ব্যবসায়ীদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, আর তাদের সৃষ্ট ও আশ্রিত সমাজবিরোধীদের নির্বিচারে ডাকাতি-খুন-ধর্ষণের স্বাধীনতা। কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম এবং তৃণমূল, এস পি -বি এস পি-ডি এম কে এবং এ ডি এম কে-জেড ইউ-বি জে ডি এই সরকারি দলগুলো এই পুঁজিপতিদেরই সেবাদাস, এই মানি পাওয়ারের আশীর্বাদ পেয়ে যে যখন সরকারি গদিতে বসার সুযোগ পায়, সে-ই পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে যায়। কে সেই সুযোগ পাবে, এ নিয়েই ওদের কাড়াকাড়ি ও মারামারি।

এরা যে যখন গদিতে বসছে, সে-ই দুই হাতে পাবলিকের টাকা লুঠছে। এরা সকলেই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এদের সকলের রাজত্বেই নারী ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা। যদিও নিজ দলের শাসিত রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে এরা ভাব দেখান ও কিছুই নয়, সবটাই অপপ্রচার, সাজানো। আজ এরা সকলেই এই ছাত্রীর মৃত্যুতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুজল বর্ষণ করছে, আর হিসাব কষছে আগামী ভোটে কে কতটা ফয়দা তুলতে পারবে। এরা যে নারীকে কী চোখে দেখে, নারী ধর্ষণকে কীভাবে দেখে, সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় কিছুদিন পূর্বে গুজরাটের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কথিত কুৎসিত মন্তব্যে — '৫০ কোটি টাকা মূল্যের গার্ল ফ্রেন্ড'; দিল্লির উত্তাল বিক্ষোভ সম্পর্কে কংগ্রেসের সদ্য এম পি হওয়া রাষ্ট্রপতি পুত্রের কটু কথায় — 'বিক্ষোভকারীরা ছাত্রী নয়, রংচং মাখা মেয়েরা'; কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের ধর্ষিতা নারী সম্পর্কে তৃণমূলের মহিলা এম পি'র কদর্য উক্তিতে — 'উনি ধর্ষিতা হননি, খদ্দেরের সাথে দরাদরির ঝগড়া হয়েছিল'; সিপিএমের বিধায়কের পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে নোংরা মন্তব্যে — 'ওনার বাজার দর কত?' এরা সকলেই দলীয় নেতা। এদের দল আলাদা, কিন্তু কালচার কি আলাদা?

গরিব মাটি কাটা শ্রমিকদের হৃদয়বৃত্তি মরে যাচ্ছে দেখে বহুদিন আগে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র গভীর বেদনায় শ্রীকান্ত উপন্যাসে লিখেছিলেন, মানুষের মরণ আমাকে ব্যথা দেয় না, কারণ মানুষ জন্মালেই একদিন মারা যায়। ব্যথা পাই মনুষ্যত্বের মরণ দেখলে। ধনীর ধনলোভ মানুষকে হৃদয়হীন পশুতে পর্যবসিত করেছে। কারণ ধনীরা জানে মানুষকে পশু বানাতে না পারলে তাদের দিয়ে পশুর মতো খাটানো যায় না। পুঁজিবাদ স্নেহ মমতা, পরোপকারবৃত্তি ধ্বংস করছে দেখে এ কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর পূর্বগামী রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, লালা লাজপত, তিলক, গোপবন্ধু, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, প্রেমচাঁদ, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, সুভাষচন্দ্র, নজরুলরা দেশের এই শোচনীয় পরিণতি, এই ধর্ষণ, গণধর্ষণ দেখে যাননি, এমন দুর্দশা যে ঘটবে ভাবতেও পারেননি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বৈধব্যের যন্ত্রণা এসব মধ্যযুগীয় অত্যাচারের প্রাবল্য ছিল। যা দেখে একদিন বিদ্যাসাগর সখেদে বলেছিলেন, 'যে দেশের পুরুষশক্তি এত নিষ্ঠুর, যাদের দয়ামায়া নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই, সেই দেশে দুর্ভাগা মেয়েরা যেন আর জন্ম না নেয়।' আজকের এই ধর্ষণ-গণধর্ষণ দেখলে তিনি কী বলতেন?

ভারতের পুঁজিবাদী শাসকবর্গ কীভাবে দেশের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে, তা দেখে ৩৬ বছর আগে সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন, একটা জাতি, একটা দেশের জনগণ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থেকেও, হাজার অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও অন্যায়-শোষণের বিরুদ্ধে লড়ে, যদি তার সঠিক আদর্শ ও উন্নত নৈতিক বল থাকে। ধুরন্ধর শাসকবর্গ জানে এ শক্তি থাকলে কামান-বন্দুক-গোলা দিয়েও সংগ্রাম ধ্বংস করা যায় না, তাই নৈতিক মেরুদণ্ডকে তারা ভেঙে দিচ্ছে, অতীতের মনীষীদের ও বিপ্লবীদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অবলুপ্ত করে দিচ্ছে, রেনেশাঁস ও স্বদেশি আন্দোলনের যুগের উন্নত নৈতিক মান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছাত্র-যুবকদের তথা জনগণকে ছিন্নমূল করে দিচ্ছে। অন্যদিকে কুৎসিত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়, ভোগসর্বস্বতায়, জুয়া-সাট্টা-ক্যাবারে ড্যান্স-ব্লু ফিল্ম এবং নোংরা যৌনতার স্রোতে নিমজ্জিত করছে। বিপ্লবভীত পুঁজিবাদের আজ এটা প্রয়োজন, প্রয়োজন মনুষ্যত্বকে, যৌবনকে খতম করা। তাই এই শোচনীয় পরিস্থিতি! যথার্থ মানুষ তো নয়ই, এমনকী পশুদের মধ্যেও ধর্ষণ-গণধর্ষণ নেই। তাহলে এই ধর্ষকরা মানুষও নয়, পশুও নয়। মনুষ্যত্বহীন 'মানবদেহী' এই ধর্ষকদের জন্ম কোথায়? শিশুরা নিষ্পাপ হয়েই জন্মায়। প্রত্যেক প্রাণীই তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়। কিন্তু মানুষই শুধু মানবদেহ নিয়ে জন্মায়, তার চারিত্রিক দোষ-গুণ প্রচলিত সমাজ থেকে আহরণ করে। এই ধর্ষকদের জন্ম মানবতার শত্রু বর্তমান পুঁজিবাদেরই আঁতুড় ঘরে। এই পুঁজিবাদই নারীদেহকে বাজারের ভোগ্যপণ্যে দাঁড় করিয়েছে। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, অসংখ্য ধর্ষক জন্ম নেবে, ধর্ষণ আরও বাড়বে। তাই দুঃখময় জীবনের সকল সঙ্কটের অবসানের মতো স্থায়ীভাবে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা এবং ধর্ষণ-গণধর্ষণ রোধের জন্য চাই এসবের মূল উৎস এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, চাই নূতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি ও অগ্রগতি যত বাড়বে, ছাত্র-যুবকরা যত উন্নত সর্বহারা নৈতিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হবে, তত সমাজে ধর্ষণ, নারীনিগ্রহ সহ অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ কমবে। অবশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানই আনবে স্থায়ী সমাধান।

দিল্লিতে বেশ কিছু দিন ধরে হাজার হাজার সাহসী ছাত্র-যুবক লাঠি, জলকামান, টিয়ার গ্যাস সবকিছু অগ্রাহ্য করে যে বীরত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, যে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে শতশত ছাত্রী-যুবতী, তাঁদের আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করি এই সংগ্রামের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা সঠিক আদর্শে আরও বলীয়ান হয়ে আরও সম্প্রসারিত হবে। সেই আগুন থেকে জন্ম হবে আজকের দিনের অসংখ্য ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতাদের। সেদিনকার বিপ্লবীরা লড়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকা নিয়ে। কিন্তু আজ জাতীয় পুঁজিবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, জাতীয় স্বার্থের নাম করেই তা শোষণে অত্যাচারে অমানবিকতায় সমগ্র দেশকে ধ্বংস করছে।

তাই আজ পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবীদের মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার পতাকা নিয়ে এগোতে হবে। আপনারা আজকের শোককে শক্তিতে পরিণত করুন, ঘৃণার আগুনকে অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে রূপ দিন।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কনভেনশন

চুক্তিতে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্থায়ীকরণ, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, কাউন্সিল গঠন, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরতদের উন্নত প্রশিক্ষণ, ৪০১১-এফ (পি) আদেশনামা অনুযায়ী দৈনিক মজুরিতে নিযুক্ত এসবিটিসি-তে টেকনোলজিস্টদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা সহ অন্যান্য দাবিতে অল বেঙ্গল প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ৫ জুন এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কলেজ স্কোয়ার, স্টুডেন্টস হলে।

বক্তব্য রাখেন শল্য চিকিৎসক ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, নার্সেস ইউনিটির নেত্রী ঋতুপর্ণা মহাপাত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের মহাকরণ অঞ্চলের সম্পাদক কমরেড শুভাশিস দাস, সিনিয়র টেকনোলজিস্ট সংগঠনের সহ সভাপতি বলদেব দাস ও রেখা গোস্বামী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ইউনিয়নের সভাপতি এ আই ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। সমস্ত বক্তাই উত্থাপিত প্রস্তাবের ন্যায্যতা স্বীকার করেন। সংগঠনের সম্পাদক কমরেড মানস মুখার্জী মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৫৬টি সরকারি ব্লাডব্যাঙ্কের চুক্তিতে কর্মরত টেকনোলজিস্টরা কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

হরিয়ানায় মিড ডে মিল কর্মচারীদের আন্দোলন

সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি এবং সেই অনুযায়ী মাসিক কমপক্ষে ৭০০০ টাকা বেতন, সামাজিক সুরক্ষা হিসাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, জীবনবিমা, অসুস্থতাকালীন সবেতন ছুটি, মৃত্যু অথবা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, বছরে ২টি ইউনিফর্ম, সুরক্ষিত রান্নাঘর ও পর্যাপ্ত গ্যাস সিলিন্ডার প্রভৃতি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন হরিয়ানার মিড ডে মিল কর্মচারীরা।

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে তাঁরা ১১ জুন হরিয়ানার ভিওয়ানিতে জেলা সচিবালয়ের সামনে মিছিল করে গিয়ে বিক্ষোভ সভা করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রামফল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস রাজকুমার ও ধর্মবীর সিংহ এবং মিড ডে মিল কর্মচারী ইউনিয়নের নেত্রী মীরা। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত একটি স্মারকলিপি তাঁরা জেলা সচিবের হাতে তুলে দেন।

নাগরিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে পাটনায় কনভেনশন

পাটনা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে নাগরিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৪ জুন আই এম এ হলে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষ জমির খাজনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়িয়েছে জমির রেজিস্ট্রেশন ফি সহ জলকর এবং সাফাই কর। পৌর পরিচালনা এত অবহেলিত যে রাস্তার জঞ্জাল ঠিক মতো সাফাই হয় না, পার্কগুলির রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে না। আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেন সাফাই করার কথা বলা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পাটনা জল পরিষদ পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করতে পারছে না। রাতে বহু রাস্তায় আলোর ব্যবস্থাও নেই। শহর হয়ে উঠেছে মশার ডিপো।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে পাটনা নাগরিক সংঘর্ষ সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে নালা রোডে নাগরিক ধর্না হয়েছে। এদিনের কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির আহ্বায়ক মোহন প্রসাদ। কনভেনশনে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা ছাড়াও কোনও কোনও ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররাও বক্তব্য রাখেন। এস ইউ সি আই (সি)-র কমরেড সাধনা মিশ্র, শৌর্যকর জীতেন্দ্র বলেন, উন্নয়ন বা জনকল্যাণের কথা সরকার বা কর্তৃপক্ষের মুখে শোনা গেলেও নাগরিক জীবনের সমস্যা সমাধানে তারা উদাসীন। সমস্ত বক্তাই নাগরিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নারী নির্যাতন ঃ মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ সভা ডাকুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

বারাসতের কামদুনি সহ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১১ জুন এক স্মারকলিপিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব পেশ করেছেন। নারীর মর্যাদা রক্ষার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং ক্রিমিনাল নির্ভর রাজনীতি বন্ধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষাব্রতী, আইনজীবী সহ নানা পেশার মানুষ, লেখক, শিল্পী, গণসংগঠনের প্রতিনিধি ও সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ সভা ডাকার প্রস্তাব তিনি দেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এই স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হয় যেখানেই নারী লাঞ্ছনা, গণধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা ঘটবে সেখানেই কর্তব্যে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের সাময়িক বরখাস্ত ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। কামদুনিতে ছাত্রী হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের সামারি ট্রায়াল করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, মদের ঢালাও লাইসেন্স বাতিল করতে হবে এবং সাংবাদিক নিগ্রহে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ওড়িশায় মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল

ওড়িশার পুরীতে পাঁচ বছরের দৃষ্টিহীন শিশুকন্যাকে নির্যাতন ও হত্যা এবং পিপিলি-র চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ১২ জুন ভুবনেশ্বরে অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর বিক্ষোভ মিছিল। ধর্ষক ও খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়।

কৃষিজমি দখলের প্রতিবাদে বিহারে আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

জনগণের স্বার্থে সুশাসন, ন্যায়, উন্নয়ন প্রভৃতি জনপ্রিয় স্লোগানের সঙ্গে কৃষকের কল্যাণের জন্য নানা প্রকল্প ঘোষণায় বিহারে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জেডিইউ-বিজেপি সরকারের কোনও ক্লান্তি নেই। কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রী-এমএলএ-আমলা চক্র প্রশাসনিক ক্ষমতার সাহায্যে সরকারেরই সমস্ত নিয়ম কানুন পদদলিত করে চলেছে।

তারই জ্বলন্ত নিদর্শন হিসাবে বিহারের খাগাড়িয়া জেলার মানসীতে কৃষকদের কাছ থেকে বাস্তু ও উর্বর জমি জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে বেসরকারি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সরকার নানা ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সেখানে গ্রোথ সেন্টার-এরনামে ১৯৮৬-৮৭ সালে বিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিয়াডা)-র তরফ থেকে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং কৃষক আন্দোলনের চাপে ২০০৮ সালে কর্তৃপক্ষ সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করার আদেশ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খাগাড়িয়ার জমি অধিগ্রহণ আধিকারিক কৃষকদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তুঘলকি ফরমান জারি করেন। কারণ ক্ষমতাসীন নেতারা প্রিস্টাইন লজিস্টিক ইনফ্রাপ্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (পিএলআইপিএল)-কে যে কোনও প্রকারে জমির দখল দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সে সময় গ্রামবাসীরা তাঁদের বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষার জন্য কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামেন। তাঁদের স্লোগান ছিল 'জান দেব, জমি দেব না'। কৃষকদের এই আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) এবং অন্যান্য বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলি সমর্থন জানায়। ১১ মার্চ প্রখ্যাত সমাজসেবী এবং ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে সম্মানিত ডঃ সন্দীপ পাণ্ডেয়, এসইউসিআই(সি)-র বিশিষ্ট নেতা অরুণকুমার সিংহ, সিপিআইয়ের পূর্বতন বিধায়ক সত্যনারায়ণ সিংহ সহ বিভিন্ন বাম-গণতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ কৃষকদের বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রতিবাদসভায় তাঁরা আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানান।

এদিকে প্রশাসন এবং প্রিস্টাইন কোম্পানির গুণ্ডারা কৃষকদের ওপর বারবার প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য আহতদের মধ্যে গুরুতর আহত তিনজন এবং একজন ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা মাসাধিক কাল পাটনা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অথচ কুখ্যাত অভিযুক্ত-ব্যক্তিদের গ্রেফতারির বিষয়ে জেলা প্রশাসন নিশ্চুপ। শুধু তাই নয়, কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করেই চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কোম্পানি হাজার হাজার বেকার যুবকের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা লুটছে এবং প্রতারকদের শিকার এই সব বেকারদের উত্তেজিত করে, জমিরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত কৃষকদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালাতে প্ররোচিত করছে। জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে সমস্ত ঘটনা জানানো সত্ত্বেও প্রতারক এবং হামলাবাজদের বিরুদ্ধে তারা কোনও পদক্ষেপই নিচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে অন্যায় ও বেআইনিভাবে কৃষকদের জমি দখল বন্ধ করা, চাকরি দেওয়ার নামে প্রিস্টাইন কোম্পানির জালিয়াতির কুখ্যাত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা, আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, কৃষকদের জমির ওপর থেকে প্রিস্টাইন কোম্পানির শিবির হটানো, কৃষিজমি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটির সংগঠক কমল কিশোর যাদব সহ অন্য বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি ইত্যাদি দাবিতে ৬ জুন জেলাশাসক দপ্তরে এক মহাধরনা অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন সীতারাম রায় এবং সঞ্চালন করেন এস ইউ সি আই(সি) নেতা জিতেন্দ্র কুমার। বক্তব্য রাখেন সর্বদলীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত দলগুলি এবং কৃষিজমি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ। শেষে এক প্রতিনিধি দল জেলা অধিকর্তার হাতে সাত দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in